তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪২২১

**ধর্মবর্ণনির্বিশেষে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে**

**সকলকে আত্মনিয়োগের আহ্বান অর্থ প্রতিমন্ত্রীর**

রাঙ্গামাটি, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল):

অর্থ প্রতিমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক ওয়াসিকা আয়শা খান বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ। তাঁরই সুযোগ্য তনয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ সম্প্রীতির অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সকল ধর্মের মানুষ আজ একে অপরের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। পার্বত্যাঞ্চলের সম্প্রীতির বন্ধন বাঙালির ঐতিহ্যের অংশ। এ সময়, ধর্মবর্ণনির্বিশেষে উন্নতসমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে সবাইকে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান তিনি।

প্রতিমন্ত্রী আজ মারমা সংস্কৃতি সংস্থার উদ্যোগে রাঙ্গামাটিতে ‘সাংগ্রাই জল উৎসব-২০২৪’ এ গেস্ট অভ্‌ অনার হিসেবে উপস্থিত হয়ে এসব কথা বলেন।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি দীপংকর তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জ্বরতি তঞ্চঙ্গ্যা এমপি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান হারুনুর রশীদ, রাঙামাটি রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সোহেল আহমেদ, রাঙামাটি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন খান, পুলিশ সুপার মীর আবু তৌহিদ।

#

আলমগীর/পাশা/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪২২০

**ওরাকল ক্লাউড ওয়ার্ল্ড ট্যুর সিঙ্গাপুর প্রোগ্রামে স্মার্ট**

**বাংলাদেশের রূপরেখা তুলে ধরেন তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল):

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক আজ সিঙ্গাপুরে ‘ওরাকল ক্লাউড ওয়ার্ল্ড ট্যুর সিঙ্গাপুর’- প্রোগ্রামে ওরাকলের গ্লোবাল চিফ ইনফরমেশন অফিসার অ্যান্ড এক্সিকিউটিভ ভাইস-প্রেসিডেন্ট জে ইভান্স (Jae Evans) এর সাথে ‘Using AI to Build an Intelligent Cloud’ শীর্ষক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশের রূপরেখা তুলে ধরেন।

প্রতিমন্ত্রী এ সময় বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা খুব অল্প সময়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সাফল্যের পথ ধরেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। যার লক্ষ্য স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি এ চারটি প্রধান পিলারের উপর ভিত্তি করে ২০৪১ সাল নাগাদ অন্তর্ভুক্তিমূলক, উদ্ভাবনী, টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট জাতিতে রূপান্তর করা। আমাদের বিভিন্ন নীতি রয়েছে, বিভিন্ন অংশীজনদের সাথে অংশীদারিত্ব রয়েছে। ইন্ডাস্ট্রি, সরকার এবং একাডেমিয়ার সমন্বয়ে আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা হবে।

তিনি বলেন, ডিজিটাল ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হওয়ার হওয়ার কারণে বাংলাদেশে ৫২ হাজারের বেশি ওয়েবসাইট চালু করার মাধ্যমে ২ হাজার ৫শ’টি পরিষেবা ডিজিটালাইজ করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৭ লাখ আইটি ফ্রিল্যান্সার রয়েছে। আইটি/আইটিইএস খাতে ২০ লাখ তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং ২ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় হচ্ছে। আগামীতে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহনসহ সকল খাতকে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অধিকতর দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা হবে বলেও তিনি জানান।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, চতুর্থ শিল্পবিল্পবের এই যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো প্রযুক্তি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে পড়েছে। সবকিছু বিবেচনা করে এআই আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। এছাড়া সাইবার নিরাপত্তা আইন, ব্যক্তিগত ডেটা সুরক্ষা আইনের খসড়া তৈরি করেছি এবং এখন আমরা একই সাথে কিছু ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিভিত্তিক সরকারি পরিষেবা চালু হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী জানান, আমরা সংবিধান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বিনিয়োগের উপর চারটি জেনারেটেড প্রি-ট্রেইনড ট্রান্সফরমার জিপিটি পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের সমস্ত জিপিটি টুল ওরাকল দ্বারা সমর্থিত। আমাদের সরকারি ক্লাউডে হোস্ট করতে চলেছে, একই সাথে আমরা ওরাকল একাডেমি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমাদের শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে কম্পিউটিং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অংশীদারিত্ব করছি।

#

বিপ্লব/পাশা/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৪২১৯

**ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে গড়ে তুলতে হবে**

**-- বিশেষ সভায় বক্তারা**

মেহেরপুর, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল) :

দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন ‘মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পে’র বিশেষ সভায় অংশগ্রহণকারী অতিথিবৃন্দ।

আজ মেহেরপুরের মুজিবনগরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন আয়োজিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত ‘মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প’ এর বিশেষ সভায় আলোচনাকালে অংশগ্রহণকারী অতিথিবৃন্দ একথা বলেন।

সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সিমিন হোসেন রিমি।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, আমরা নতুন প্রজন্মের কাছে এদেশের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরতে চাই। সে লক্ষ্য অর্জনে এই প্রকল্পটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই স্মৃতিকেন্দ্রে এসে নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিরা জানতে পারবে যে এদেশের মানুষের জন্য তাদের পূর্বপুরুষরা কী বিশাল ত্যাগ স্বীকার করেছে।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসানের সভাপতিত্বে পুলিশ সুপার এস. এম. নাজমুল হক বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

#

শিবলী/পাশা/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৪২১৮

**দেশের উন্নয়ন ও শান্তির জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে**

**--- পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী**

রাঙ্গামাটি, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বলেছেন, দেশের শান্তি ও উন্নয়নের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তিনি বলেন, আমরা পুরাতন বছরকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরের জন্য আমাদের শপথ হবে বাংলাদেশের মানুষের কল্যাণে ও দেশের উন্নয়নে যেন আমরা প্রত্যেকে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারি। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও উন্নয়নের জন্য আলাদা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থাকার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে এরকম অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

আজ রাঙ্গামাটি মারি স্টেডিয়াম মাঠে মারমা সংস্কৃতি সংস্থা (মাসস) আয়োজিত মারমা সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী সাংগ্রাই উৎসবের জলকেলি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

জলকেলি উৎসব অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটির সংসদ সদস্য এবং বন, পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি দীপংকর তালুকদার এমপি। এ অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াশিকা আয়েশা খান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বৈসাবি একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান। তিনি বলেন, বৈসাবি উৎসব পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন না। যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এই উৎসব। এটা শুধু সাংস্কৃতিক উৎসবই নয়। এটাতে ধর্মীয় অনুভুতিও জড়িত। এদিন মুরব্বিদের কাছ থেকে আশির্বাদ চাওয়া হয়। তাই এটি সামাজিক সাংস্কৃতিক উৎসবের পাশাপাশি ধর্মীয় উৎসবও। তিনি আরো বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল সকল ভাষাভাষী ও সকল ধর্মের লোক সম্প্রীতির ঐক্যের বন্ধনে একই ছাতার নিচে বসবাস করবেন। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরন্তর কাজ করে চলেছেন- লক্ষ্য একটাই- বাংলাদেশের জাতি, সকল ভাষাভাষি গোষ্ঠী, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যেন ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি হয়।

সাংগ্রাই উৎসবের শুরুতেই প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিরা মারমা যুবক-যুবতিদের গায়ে পানি ছিটিয়ে জলকেলির শুভ সূচনা করেন। জলকেলির পর বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা মারমা শিল্পিদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও মারমা সংস্কৃতি সংস্থা (মাসস) সভাপতি অংসুইপ্রু চৌধুরীর সভাপতিত্বে এসময় অন্যান্যের মধ্যে সংরক্ষিত মহিলা সাংসদ জ্বরতী তঞ্চঙ্গ্যা, পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী’র সহধর্মিণী প্রধান শিক্ষক মল্লিকা ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদ, রাঙ্গামাটি রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার সোহেল আহমেদ, বিজিবি রাঙ্গামাটি সদর সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মোঃ আনোয়ার লতিফ খান, রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন খান, রাঙ্গামাটি পুলিশ সুপার মীর আবু তৌহিদ, বিপিএম (বার), রাঙ্গামাটি সদর পৌর মেয়র আকবর হোসেন চৌধুরী, দুদক রাঙ্গামাটির উপ-পরিচালক জাহিদ কামাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/পাশা/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২০৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪২১৭

**সাংবাদিকদের দাবির প্রেক্ষিতে অনিবন্ধিত ও অবৈধ নিউজ পোর্টাল বন্ধে পদক্ষেপ নেয়া হবে**

**-- তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল):

অনলাইন নিউজ পোর্টাল এসোসিয়েশন বাংলাদেশ (ওনাব)-সহ অন্যান্য পেশাদার সাংবাদিকদের দাবির প্রেক্ষিতে অনিবন্ধিত ও অবৈধ অনলাইন নিউজ পোর্টাল বন্ধে পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত।

আজ সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনলাইন নিউজ পোর্টাল এসোসিয়েশন বাংলাদেশের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে প্রতিমন্ত্রী এ কথা জানান।

এ বিষয়ে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি করতে চায় না। তবে সাংবাদিক ও অনলাইন নিউজ পোর্টাল এসোসিয়েশনের দাবির সাথে আমি একাত্মতা প্রকাশ করছি যে একটা শৃঙ্খলা আনা দরকার। যেহেতু নিবন্ধনের একটি প্রক্রিয়া আছে সে প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা খুবই জরুরি। দায়িত্বশীল সাংবাদিক ও সাংবাদিকতাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য নিবন্ধিত অনলাইন গণমাধ্যমকে প্রণোদনা ও সমর্থন দেওয়ার প্রয়োজন আছে, এ বিষয়ে আমি আপনাদের সাথে একমত।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, সাংবাদিকরাই বলছেন, শৃঙ্খলার জন্য নজরদারি দরকার। গণমাধ্যম এতটাই মুক্ত ও স্বাধীন যে নিবন্ধন ছাড়াও তারা চলছে এবং নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণের কথা পেশাদার সাংবাদিকরাই বলছেন। এটা প্রমাণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার মুক্ত গণমাধ্যম এবং গণমাধ্যমের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। তবে অবাধ স্বাধীনতার কারণে কিছুটা শৃঙ্খলার অভাবও হয়ে যাচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, অনিবন্ধিত পোর্টালগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের মানহানিকর অপতথ্যের বিস্তার হয়। এ অপতথ্যের বিস্তার অনলাইন নিউজ পোর্টাল এসোসিয়েশনের সদস্যদের ছাড়াও বিভিন্ন পেশাদার সাংবাদিকদের পীড়া দেয় বলে বিভিন্ন সময় তারা জানিয়েছেন। এটা খুব ভালো দিক যে, আমাদের সাংবাদিকরা চাচ্ছেন গণমাধ্যমে একটা শৃঙ্খলা এবং দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার বিকাশ। এখানে সরকার পূর্ণাঙ্গভাবে সাংবাদিকদের সাথে একমত।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণে নয় বরং স্বচ্ছতায় বিশ্বাস করে, নজরদারিতে নয় বরং দায়িত্বশীলতায় বিশ্বাস করে। আমরা মুক্ত গণমাধ্যম ও স্বাধীন সাংবাদিকতায় বিশ্বাস করি। অপতথ্যের বিস্তৃতি, গুজব ও অপপ্রচার সাংবাদিকতা, গণমাধ্যম, গণতন্ত্র সবকিছুকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সকলের স্বার্থে এগুলো রোধ করার জন্য সরকার ও গণমাধ্যমের একটি অংশীদারিত্ব দরকার।

গণমাধ্যমের বিজ্ঞাপন নীতিমালাসহ অন্যান্য নীতিমালা সময়োপযোগী ও আধুনিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলেও এ সময় জানান তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী।

মতবিনিময় সভায় অনলাইন নিউজ পোর্টাল এসোসিয়েশন (ওনাব) সভাপতি মোল্লাহ এম আমজাদ হোসেন, সহসভাপতি লতিফুল বারী হামিম ও সৌমিত্র দেব, যুগ্ম সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান ও আশরাফুল কবির আসিফ, কার্যনির্বাহী সদস্য নজরুল ইসলাম মিঠু, তৌহিদুল ইসলাম মিন্টু, রফিকুল বাসার, হামিদ মোঃ জসিম, মহসিন হোসেন, অয়ন আহমেদ ও খোকন কুমার রায় উপস্থিত ছিলেন।

#

ইফতেখার/পাশা/শফি/মোশারফ/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪২১৬

আইইউবি-তে অধ্যাপক ড. সালিমুল হক মেমোরিয়াল পাবলিক লেকচার করলেন পরিবেশমন্ত্রী

**সরকার জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় তরুণদের সম্পৃক্ত করছে**

**-- পরিবেশ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, সরকার জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্যতা নিশ্চিতে তরুণদের বিশেষ করে নারীদের সম্পৃক্ত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মন্ত্রী তরুণদের জলবায়ু ন্যায়বিচারের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা নিতে এবং বিশ্ব নেতাদের জবাবদিহি করতে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বিশ্বের এবং এর জনগণকে রক্ষা করে এমন নীতিমালা এবং উদ্যোগগুলো গঠনে তরুণদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

আজ ঢাকায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (আইইউবি) ক্যাম্পাসে ‘জলবায়ু ন্যায়বিচারের উন্নয়ন : আদালত ও যুব সমাজের ভূমিকা’ শীর্ষক অধ্যাপক ড. সালিমুল হক মেমোরিয়াল পাবলিক লেকচারে পরিবেশ মন্ত্রী একথা বলেন।

প্রয়াত প্রখ্যাত জলবায়ু বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. সালিমুল হকের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে এখনই পদক্ষেপ নেওয়ার সময়। তিনি বলেন, অর্থপূর্ণ পরিবর্তনের জন্য এবং সবার জন্য একটি ন্যায্য ও টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য আমাদের তরুণদের কাজে লাগাতে হবে। তিনি বিশ্বাস করেন যে বাংলাদেশের তরুণদের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে তাদের মতামত প্রকাশ করা এবং সরাসরি অভিজ্ঞতা অর্জন করা উচিত। তরুণদের সম্পৃক্ততা একটি সমৃদ্ধ এবং স্থিতিস্থাপক ভবিষ্যতের জন্য অপরিহার্য। মন্ত্রী বলেন, শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতে পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিষয়গুলো পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

প্রফেসর ড. সিজার রদ্রিগেজ-গারভিটো, অধ্যাপক, নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি স্কুল অভ্‌ ল, ইউএসএ এই অনুষ্ঠানে মামলার মাধ্যমে জলবায়ু ন্যায়বিচারের প্রচারের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্য সচিব নজিবুর রহমান, অধ্যাপক ডা. তানভীর হাসান, উপাচার্য, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, জলবায়ু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত, বেলার নির্বাহী পরিচালক সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এবং আইসিসিএডির পরিচালক এবং প্রয়াত অধ্যাপক ড. সালিমুল হকের ছেলে সাদিক হক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, নীতিনির্ধারক এবং জলবায়ু কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। ইভেন্টটি সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের আরো ন্যায়সঙ্গত এবং টেকসই বিশ্বের দিকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে সমাপ্ত হয়। অধ্যাপক ড. সালিমুল হকের স্মৃতি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী লড়াইয়ের জরুরিতার অনুপ্রেরণামূলক অনুস্মারক হিসেবে কাজ করবে।

#

দীপংকর/পাশা/শফি/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/১৯২০ ঘণ্টা

Handout Number : 4215

Environment Minister Addresses Professor Dr. Saleemul Huq Memorial Public Lecture in IUB  
**Govt. will involve young people in combating climate change  
 -- Environment Minister**

Dhaka, April 16 :

Minister of Environment, Forest and Climate Change Saber Hossain Chowdhury said Government will involve young people specially women in combating climate change and promoting equitable solutions for affected communities. The minister also recognized the potential of young people as powerful agents of change, calling on them to take an active role in advocating for climate justice and holding leaders accountable. He said our youth have a vital role to play in shaping policies and driving initiatives that protect our planet and its people.

Environment Minister said this while delivering Professor Dr. Saleemul Huq Memorial Public Lecture on ‘Promoting Climate Justice: Roles of Courts and Youth’ on Tuesday, April 16 at the Independent University, Bangladesh (IUB) campus in Dhaka.

Paying tribute to the late renowned climate scientist and advocate for climate justice Professor Dr. Saleemul Huq, Minister Chowdhury said the time for action is now. He said we must leverage the passion of our youth to drive meaningful change and secure a just and sustainable future for all. He described Bangladesh as a country of solutions, built by its youth. He believes that the youth of Bangladesh should express their views on the impacts of climate change and gain firsthand experience. Their involvement is essential for a prosperous and resilient future.

Minister of Environment emphasized the importance of investing in the younger generation. He said, topics such as environment, biodiversity, and climate change will be included in textbooks to prepare children for the future. He stressed the importance of avoiding mistakes while also listening to the input of young people. The goal is to make them partners in the process and have them audit climate actions.

Professor Dr. Cesar Rodriguez-Garavito, Professor, New York University School of Law, USA spoke on promoting climate justice through litigation in the occasion. Whereas Secretary of Environment, Forest and Climate Change Dr Farhina Ahmed,  Former Principal Secretary to Prime Minister Nojibur Rahman, Professor Dr. Tanweer Hasan, Vice Chancellor, Independent University, Climate Experts Professor Dr. Ainun  Nishat, BELA Executive Director Syeda Rizwana Hasan and Sadiq Huq, Director of ICCCAD and Son of late Professor Dr. Saleemul Huq also spoke in the occasion.

The lecture was also attended by university faculty, students, policymakers, and climate activists, who engaged in a thought-provoking discussion on the topics raised by Minister Chowdhury.

The event concluded with a call to action for all attendees to continue working toward a more just and sustainable world. The memory of Professor Dr. Saleemul Huq served as an inspiring reminder of the urgency of the global fight against climate change.

#

Dipankar/Pasha/Shafi/Mosharaf/Salim/2024/20.40 Hrs.

তথ্যববিরণী নম্বর : ৪২১৪

**‘প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ ও প্রদর্শনী ২০২৪’ এর উদ্বোধন**

**অনুষ্ঠানের ভেন্যু পরিদর্শন করলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল) :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোঃ আব্দুর রহমান আজ ‘প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ ও প্রদর্শনী ২০২৪’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের ভেন্যু পরিদর্শন করেছেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি আগামী ১৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী পুরাতন বাণিজ্য মেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হবে।

এ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

ভেন্যু পরিদর্শনকালে মন্ত্রী নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেন। এসময় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাং সেলিম উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব এটিএম মোস্তফা কামাল, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মোহাম্মদ রেয়াজুল হকসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

#

নাজমুল/পাশা/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৯৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪২১৩

হাছান মাহ্‌মুদের সাথে গ্রিসের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক

**ঢাকায় দূতাবাস স্থাপন ও জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা**

এথেন্স (গ্রিস), ১৬ এপ্রিল:

গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে ১৫ থেকে ১৭ এপ্রিল ‘আওয়ার ওশান কনফারেন্স’ এর নবম আসরে যোগদানরত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ গ্রিসের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ জেরাপেট্রাইটিস (George Gerapetritis) এর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেছেন।

মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকালে এথেন্সের ক্যালিথিয়ায় ‘স্টাভরোস নিয়াকো ফাউন্ডেশন কালচারাল সেন্টারে’ সম্মেলনের পাশাপাশি এ বৈঠকে ঢাকায় গ্রিসের দূতাবাস স্থাপন, কৃষিখাতে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি, অভিবাসন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, নৌপরিবহন, জনশক্তি রপ্তানি, নবায়নযোগ্য এবং বিকল্প শক্তি উৎপাদন অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা বৃদ্ধির অঙ্গীকার করেন তারা।

বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা এবং চমৎকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন মন্ত্রীদ্বয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান গ্রিক পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ঢাকা সফরের আমন্ত্রণ জানালে তিনি তা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন এবং বলেন যে, ঢাকায় কূটনৈতিক মিশন খোলা গ্রিস সরকারের অগ্রাধিকারের অন্তর্ভুক্ত এবং ঢাকা সফর এই দূতাবাস উদ্বোধনের একটি ভালো সুযোগ হতে পারে।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ গ্রিসের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে মানসম্পন্ন বাংলাদেশি পণ্য আমদানি সহজতর করা ও এ বিষয়ে গ্রিক ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দানের আহ্বান জানান। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ সময় অভিবাসন ও চলাচল বিষয়ে সমঝোতা স্মারকের আওতায় গ্রিসে ১০ হাজারের বেশি বাংলাদেশির বসবাসে বৈধতা প্রদানের জন্য গ্রিক সরকারকে ধন্যবাদ জানান এবং সমঝোতা স্মারকের দ্বিতীয় অংশ বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

গ্রিক পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধিতে গুরুত্ব আরোপ করেন ও উপযুক্ত কৌশল খোঁজার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। বাংলাদেশি পেশাজীবীদের পরিশ্রমী এবং আইন মেনে চলা প্রকৃতির প্রশংসা করে তিনি বলেন, গ্রিস আগামী দিনে তার কৃষি, পর্যটন ও আতিথেয়তা এবং নির্মাণ খাতে প্রচুর সংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগ করবে।

পাশাপাশি নৌপরিবহন খাতে দুই দেশের মধ্যে অর্থপূর্ণ সহযোগিতা পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে বর্ণনা করে সহযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো প্রণয়নেও একমত হন দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

**পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছানের সঙ্গে স্পেনের উপ-প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক**

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ এ দিন দুপুরে স্পেনের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং পরিবেশগত পরিবর্তন ও জনসংখ্যাগত চ্যালেঞ্জ বিষয়ক মন্ত্রী Maria Jesus Montero এর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক গুরুত্ব ও পারস্পরিক স্বার্থের বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা করেন।

দুই মন্ত্রী বৈঠকে জলবায়ু পরিবর্তন, পানি ব্যবস্থাপনা, খাদ্য ও কৃষি সহযোগিতা, সবুজ শক্তি, পরিবেশগত সমস্যা এবং পারস্পরিক স্বার্থের বিষয়ে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠায় সম্মত হন।

                                                     #

আকরাম/পাশা/শফি/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/১৮২০ ঘণ্টা

Handout Number : 4212

**Bangladesh and Greece vow to further strengthen bilateral relations**

Athens (Greece), April 16:

Foreign Minister Dr. Hassan Mahmud and his Greek counterpart George Gerapetritis vowed to forge bilateral cooperation in different areas including migration and mobility, trade and investment, shipping, manpower and recruitment, development of renewable & alternation energy infrastructure during a bilateral meeting held Tuesday morning in the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center in Athens on the sidelines of the 9th Our Ocean Conference from 15-17 April.

They also expressed satisfaction at the continuous cooperation and excellent bilateral relations between the two nations. The Greek Foreign Minister also cordially accepted the invitation of Bangladesh Foreign Minister to visit Dhaka and mentioned that the visit can be a good option to inaugurate the Greek Diplomatic Mission there. Earlier in the discussion, he assured the Foreign Minister Dr. Mahmud that opening a Diplomatic Mission in Dhaka is a priority for the Greek government.

Bangladesh Foreign Minister requested the Greek Foreign Minister to encourage Greek businesses to import state of art quality Bangladeshi export items and urged him to facilitate the exports from Bangladesh. Greek Foreign Minister agreed on the need to enhance bilateral trade where there remains huge untapped potentials and stressed on the need to find a suitable strategy to help grow bilateral trade and investment.

Foreign Minister Dr. Hassan Mahmud thanked the Greek government for legalizing more than 10,000 Bangladeshi nationals who were living in Greece under the MOU on Migration and Mobility and called for smooth implementation of the second part of the MOU. The Greek Foreign Minister stated that Greece prefers recruiting Bangladeshi professionals for their hard work and law abiding nature. Greece will recruit a good number of Bangladeshi workers for its agriculture, tourism and hospitality and construction sector in the coming days.

Besides two Ministers also agreed that meaningful cooperation between the two countries in the shipping sector can create a win-win situation as they complement each other and also agreed on building the legal framework for fruitful cooperation in the shipping sector.

**Deputy Prime Minister of Spain meets Foreign Minister Hasan**

Later on Tuesday Foreign Minister Dr. Hasan Mahmud had a fruitful discussion on issues of bilateral importance and mutual interest with Spanish Deputy Prime Minister and Minister of Ecological Transition and Demographic Challenges Maria Jesus Montero on the sidelines of 9th Our Ocean Conference in Athens.

Both sides agreed to establish cooperation in the climate change, water management , food and agriculture cooperation, green energy, environmental sectors and issues of mutual interest.

#

Akram/Pasha/Shafi/Mosharaf/Salim/2024/18.40 Hrs.

তথ্যববিরণী নম্বর : ৪২১১

**ফরিদপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় ১৩ জনের মৃত্যুতে**

**মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রীর গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ**

ঢাকা, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল) :

আজ ফরিদপুরের কানাইপুরে বাসের সঙ্গে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় ১৩ জনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোঃ আব্দুর রহমান। মন্ত্রী এ ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করে নিহতদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তিনি আহতদের চিকিৎসার খোঁজখবর নেন এবং আহতরা যেন সর্বোচ্চ চিকিৎসা পায় সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

মন্ত্রী বলেন, এ দুর্ঘটনার বিষয়ে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং তিনি এসময় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের খোঁজখবর নিয়ে সর্বোচ্চ সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। উল্লেখ্য, আজ মঙ্গলবার (১৬ এপ্রিল) সকাল ৮টার দিকে ফরিদপুরের কানাইপুরে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই ১১ জন নিহত হয় এবং পরে হাসপাতালে আরো ২ জনের মৃত্যু হয় এবং ৬/৭ জন গুরুতর আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ফরিদপুরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

#

নাজমুল/পাশা/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪২১০

**বিদেশে কর্মী প্রেরণে রিক্রুটিং এজেন্সিকে মানবিক হওয়ার আহ্বান প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল):

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী বলেছেন, বিদেশে কর্মী প্রেরণে রিক্রুটিং এজেন্সিকে অবশ্যই মানবিক দিক বিবেচনা করতে হবে। বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি যেন আরো উজ্জ্বল হয় তা বিবেচনা করে দক্ষ কর্মী প্রেরণ করতে সবাইকে আরো উদ্যোগী হতে হবে।

আজ ঢাকায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিক ও কর্মীদের ন্যূনতম বেতন-ভাতা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা সভায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বায়রা তাঁর মন্ত্রণালয়ের প্রধান অংশীজন জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আপনারা বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি কর্মীদের ন্যূনতম বেতন কাঠামো সংক্রান্ত বিষয়ে যৌক্তিক প্রস্তাব প্রেরণ করবেন। ন্যূনতম বেতন এর বিষয়ে মন্ত্রণালয় কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। পাশাপাশি, আমরা আরো কম অভিবাসন ব্যয়ে কর্মী প্রেরণ করতে চাই।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিদেশে কর্মী প্রেরণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মন্ত্রণালয়ের সাথে বায়রাকে একসূত্রে কাজ করতে হবে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর অংশীজনবৃন্দ সমন্বিতভাবে কাজ করলে মন্ত্রণালয়ের সুনাম আরো বৃদ্ধি পাবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা দ্রুত সময়ে একটি স্মার্ট মন্ত্রণালয় তৈরি করতে পারবো, ইনশাআল্লাহ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী দক্ষ কর্মী পাঠানোর নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ লক্ষ্যে আমাদের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে আধুনিক ও যুগোপযোগী যন্ত্রপাতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ রুহুল আমিন, জনশক্তি কমর্সংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক সালেহ আহমদ মোজাফফর, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ হামিদুর রহমান, বোয়েসেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মল্লিক আনোয়ার হোসেন, বায়রার মহাসচিব মোঃ আলী হায়দার চৌধুরীসহ বায়রার প্রতিনিধিবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

                                                     #

সৈকত/পাশা/শফি/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/১৬৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪২০৯

**নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানির বিকল্প ব্যবস্থা হচ্ছে**

**-- বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল):

ইরান ও ইসরায়েল সংকটে দেশে পণ্যের দামে যাতে কোনো প্রভাব না পড়ে এজন্য কাজ করছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানিতে মিয়ানমার, ব্রাজিল, রাশিয়াসহ বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক করা হচ্ছে। বিগত কয়েক মাসে দেশের রপ্তানি আয় বেড়েছে। রপ্তানির পণ্যে বৈচিত্র্য আনতে ‘একটি গ্রাম একটি পণ্য’ বাস্তবায়ন করছে সরকার।’

আজ রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ‘মিট দ্য রিপোর্টার্স’ অনুষ্ঠানে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘টিসিবির পণ্যকে স্থায়ী দোকানের মধ্যে নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে। টিসিবি কার্ড সুবিধাভোগীদের তালিকা হালনাগাদ করা হচ্ছে। টিসিবি’র সক্ষমতা বাড়াতে কাজ করছে সরকার।’

সয়াবিন তেলের প্রসঙ্গে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জানান, ‘সয়াবিন তেলের দাম সমন্বয় করে যৌক্তিক করা হবে। এটা নিয়ে কাজ করছে ট্যারিফ কমিশন। তিনি আরো জানান, ‘ব্যবসাকে সহজ করে সরকার যাতে ভোক্তা পর্যায়ে সুবিধা পায়। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম সবসময় স্থিতিশীল করতে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কাজ করছে।’

উল্লেখ্য, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাধারণ সম্পাদক মহি উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনটির সভাপতি সৈয়দ শুকুর আলী শুভ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ডিআরইউ নির্বাহী কমিটির সদস্যসহ গণমাধ্যমকর্মীরা।

                                                     #

আসিফ/পাশা/শফি/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/১৬৫০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৪২০৮

**ময়মনসিংহে ব্রহ্মপুত্র তীরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অষ্টমী স্নান অনুষ্ঠিত**

ময়মনসিংহ, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল) :

দেশের আবহমান ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি বজায় রেখে উৎসবমুখর পরিবেশে ময়মনসিংহ জেলার ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অষ্টম স্নান অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে ময়মনসিংহ ও এর আশেপাশের বিভিন্ন জেলা থেকে সনাতন ধর্মাবলম্বী পুণ্যার্থীরা ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে আসেন। আজ দিনব্যাপী এই স্নান উৎসব চলবে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

অষ্টমী স্নান উপলক্ষ্যে নদীর দুইপাশে সকল ঘাটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ ও র‌্যাব উপস্থিত রয়েছে। মহিলা পুণ্যার্থীদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে বিশেষ স্নান ঘাট। এছাড়াও স্নান ঘাটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মহিলা পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবী মহিলা উপস্থিত রয়েছে। প্রতি বছর চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা পাপমোচনের আশায় ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করতে আসেন।

এ স্নান উৎসব উপলক্ষ্যে নগরীর কাচারিঘাটে ঐতিহ্যবাহী খেলনার মেলা বসেছে। মেলায় স্নান উৎসবে আগত শিশু-কিশোর ও বিভিন্ন বয়সী পুণ্যার্থীদের সমাগম ঘটেছে।

#

রেজভী/পাশা/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৪২০৭

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৪ দশমকি ৫৫ শতাংশ। এ সময় ৪৪০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৯৩ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৭ হাজার ২২৬ জন।

#

দাউদ/পাশা/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৭১০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৪২০৬

**নির্বাচনি ইশতেহার ২০২৪ এর আলোকে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নের আহ্বান শিল্পমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল) :

বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার ২০২৪ এর আলোকে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও কর্মপন্থা নির্ধারণে কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তাছাড়া তিনি শিল্প মন্ত্রণালয়কে একটি আধুনিক, যুগোপযোগী ও গতিশীল মন্ত্রণালয় হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের ইমেজ বাড়াতে কর্মকর্তাদের আরো আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর মতিঝিলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয় আয়োজিত ঈদ পুনর্মিলনী ও নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, সার্বিক বিবেচনায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের পারফরম্যান্স খুব ভালো। এটিকে আরো এগিয়ে নিতে প্রধানমন্ত্রী আমার ওপর আস্থা রেখে দ্বিতীয়বারের মতো এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন। সেজন্য মন্ত্রণালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। তিনি বলেন, শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনাসমূহ ও চলমান প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। তাছাড়া মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমকে গতিশীল ও বেগবান করার লক্ষ্যে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। মন্ত্রী এ সময় সততা, দেশপ্রেম, দায়িত্ববোধ ও টিমওয়ার্কের সঙ্গে কাজ করার জন্য কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ও আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার প্রধানগণ মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের ঈদ ও নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় এবং ঈদ ও নববর্ষ উদ্যাপনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

শিল্প সচিব বলেন, সবাই কম-বেশি আনন্দের মধ্যে দিয়ে এবারের ঈদ উদ্যাপন করেছে। তাছাড়া এবারের ঈদ যাত্রা বেশ নির্বিঘ্ন ছিল। সাধারণ জনগণকে কোনো ভোগান্তি পোহাতে হয়নি। জাকিয়া সুলতানা বলেন, শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিবেশ অত্যন্ত চমৎকার। এটি একটি পরিবারের মতো। এরকম একাত্ম ও অন্তরঙ্গ পরিবেশ সাধারণত অন্য কোনো মন্ত্রণালয়ে দেখা যায় না।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার ২০২৪ এর আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রণীত ‘কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৮’ শীর্ষক পুস্তিকার মোড়ক উন্মোচন করেন।

#

ফয়সল/পাশা/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৭২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২০৫

**জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনায় জনস্বাস্থ্যের বিষয়টিও যুক্ত করা হবে**

**- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক** **মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়কমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (এনএপি)তে জনস্বাস্থ্যের বিষয়টিও যুক্ত করা হবে। ন্যাপের ১১৩টি এজেন্ডার মধ্যে স্বাস্থ্য অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। এখন আমরা ভাবছি, এনএপিতে স্বাস্থ্যের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে পরিবেশের একটা সম্পর্ক আছে। কাজেই একদিকে উন্নয়ন, আরেকদিকে পরিবেশ ও স্বাস্থ্য। আমাদের পক্ষে নতুন করে একটি ন্যাপ তৈরি করা সম্ভব না, প্রয়োজনও নেই। তবে বর্তমানে ন্যাপের যে কাঠামো আছে ও ১১৩টি এজেন্ডায় স্বাস্থ্যের বিষয়টি নিয়ে আসতে চাই।

আজ সচিবালয়ে নিজ দফতরে ঢাকায় সুইডিশ দূতাবাসের জলবায়ু স্বাস্থ্য ও পরিবেশ গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং ফার্স্ট সেক্রেটারি ডা. ড্যানিয়েল নোভাকের সঙ্গে বৈঠকের সময় সাংবাদিকদের তিনি এমন মন্তব্য করেন।

এ সময়ে আরও উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, সুইডিশ দুতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি নায়োকা মার্টিনেজ-ব্যাকস্ট্রোম।

পরিবেশমন্ত্রী বলেন, ঢাকায় সুইডিশ দূতাবাস অনেকদিন ধরে এ বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে। তারা আগেও তাদের কিছু সুপারিশ আমাদের জানিয়েছে। কাজেই কীভাবে এ বিষয়টি নিয়ে আমরা সামনের দিকে যেতে পারি, তা নিয়ে আজ তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমরা আলাদাভাবে স্বাস্থ্যের ন্যাপ করবো না, তবে বর্তমানে যে ন্যাপ আছে, তাতে স্বাস্থ্যের বিষয়টিকে যোগ করতে চাই। মন্ত্রী বলেন, ‘সুইডেনের সঙ্গে আমাদের যে উন্নয়ন সম্পর্ক আছে, এই ক্ষেত্রটিকে ধরে সেটিকে আরও জোরদার করতে চাই।’

মন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত আমরা কীভাবে মোকাবিলা করবো। বন্যা, সাইক্লোন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার কথা বলি, লবণাক্ততা ও খাদ্য নিরাপত্তার কথা বলি, তার সঙ্গে আমরা এখন স্বাস্থ্যের বিষয়টি নিয়ে এসেছি। উপকূলীয় এলাকা ও নারীদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব আছে। এতে জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি চলে আসে। আমাদের উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা, সুপেয় পানির সংকট আছে, তারওপর স্বাস্থ্যের বিষয়টিও চলে আছে। কপ টোয়েন্টি এইটে দুবাইতে স্বাস্থ্যের জন্য একটা দিন নির্ধারণ করা হয়েছিল। এটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। বাংলাদেশে এটার প্রভাব বিশ্বের অন্য যে কোনো দেশের চেয়ে বেশি। সেটা আমরা কীভাবে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে পারি, সেটা দেখতে হবে।’

#

দীপংকর/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রবি/আসমা/২০২৪/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর ː ৪২০৪

**বরিশাল বিভাগীয় আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায়**

**যে কোন মূল্যে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ করতে হবে**

**-বিভাগীয় কমিশনার**

বরিশাল, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল) ː

বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার মোঃ শওকত আলী বলেছেন, বিগত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতোই আসন্ন ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনও সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে হবে। এ লক্ষ্যে তিনি সংশ্লিষ্ট সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান এবং নিজ নিজ অবস্থান থেকে তৎপর থাকার পরামর্শ দেন। পাশাপাশি তিনি নদীবিচ্ছিন্ন, প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকাসহ বরিশাল বিভাগের সর্বত্র উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধিদের তাগিদ দেন।

বরিশাল বিভাগীয় কমিশনারের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত বিভাগীয় আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় ভার্চুয়ালি সংযুক্ত থেকে বিভাগীয় কমিশনার এসব কথা বলেন।

উল্লেখ্য, এবারের ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চার ধাপে সারা দেশের মোট ৪৮১টি উপজেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। যার মধ্যে প্রথম ধাপে অনুষ্ঠিত হবে ১৫২টি উপজেলা পরিষদের নির্বাচন। এর অংশ হিসেবে প্রথম ধাপে বরিশাল জেলার সদর ও বাকেরগঞ্জ উপজেলা এবং পিরোজপুর জেলার সদর, নাজিরপুর ও ইন্দুরকানী উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, যার ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৮ মে। এবার পিরোজপুর জেলার এ তিনটি উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম)-এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সভায় ভার্চুয়ালি আরো সংযুক্ত ছিলেন বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি মোঃ জামিল হাসান। এছাড়াও বিভিন্ন জেলার জেলা প্রশাসকসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি, র‍্যাব, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, নৌ পুলিশ, কোস্টগার্ড, কারা অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধিরা এসময়ে উপস্থিত ছিলেন।

#

রাফিদ/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রবি/কলি/মানসুরা/২০২৪/১৪৩৫

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪২০৩

**জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবেলায় গবেষণা আরো বাড়ানো হবে**

**-কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল):

কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুস শহীদ বলেন, কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবেলায় গবেষণা আরো বাড়ানো হবে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষিখাত। এ ক্ষতি মোকাবেলায় জলবায়ু পরিবর্তনসহিষ্ণু ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে । কৃষিবিজ্ঞানীদের হাত ধরে ইতোমধ্যে অনেক সাফল্য এসেছে। ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবেলায় গবেষণা কার্যক্রম আরো জোরদার করা হবে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীতে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি এবং ফার্মিং ফিউচার বাংলাদেশ আয়োজিত ‘জলবায়ু কর্মকান্ড ও খাদ্য ব্যবস্থার রূপান্তর’ শীর্ষক দক্ষিণ এশিয় আঞ্চলিক কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে  এসব কথা বলেন।

  মন্ত্রী বলেন, বিজ্ঞানীরা ও গবেষণা সংস্থাগুলি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর ফলে জলবায়ু পরিবর্তনসহনশীল কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

  ইমেরিটাস অধ্যাপক এমএ সাত্তার মণ্ডলের সভাপতিত্বে ও সাবেক কৃষিসচিব আনোয়ার ফারুকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির সিনিয়র এসোসিয়েট ডিন জর্জ স্মিথ, ডিরেক্টর অব ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম করিম মেয়ারদিয়া, গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর সায়েন্সের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর শেইলা কাকা ওচুগবোজু ও ফার্মিং ফিউচার বাংলাদেশের সিইও আরিফ হোসেন বক্তব্য রাখেন।

 #

কামরুল/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রবি/কলি/মানসুরা/২০২৪/১৪০৫

তথ্যবিবরণী নম্বর ː ৪২০২

**বরিশালে ২২দিনে কোভিডের চতুর্থ ডোজ টিকা নিলেন আড়াই হাজারেরও বেশি মানুষ**

বরিশাল, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল) ː

গত ২৫ মার্চ থেকে গতকাল পর্যন্ত বরিশালে মোট ২ হাজার ৫৩৬ জন কোভিড-১৯ এর চতুর্থ ডোজ টিকা গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে ১ হাজার ২৯৩ জন পুরুষ এবং ১ হাজার ২৪৩ জন নারী। এর আওতায় গত ২৪ ঘন্টায় মোট ৯০ জনকে যুক্তরাষ্ট্রের ফাইজারের টিকা প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে ৪১ জন নিয়েছেন বুস্টার ডোজ এবং চতুর্থ ডোজ পেয়েছেন আরো ৪৯ জন। বরিশাল জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয় থেকে এসব তথ্য জানা যায়।

দেশব্যাপী কোভিড-১৯ এর বুস্টার এবং চতুর্থ ডোজ প্রদানের পাশাপাশি রোগটি সম্পর্কে সার্বিক জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে সরকারের স্বাস্থ্যসেবা সংশ্লিষ্ট সবগুলো দপ্তর ও কর্তৃপক্ষ। এরই অংশ হিসেবে বরিশাল সিভিল সার্জন কার্যালয় থেকে গুরুত্বের সাথে কোভিডের টিকাদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

#

বশার/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রবি/কলি/মানসুরা/২০২৪/১৪২০

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২০১

**মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সপ্তাহব্যাপী স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যক্রম ২১ এপ্রিল শুরু হচ্ছে**

রংপুর, ৩ বৈশাখ, (১৬ এপ্রিল) :

আগামী ২১ এপ্রিল মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সপ্তাহব্যাপী শুরু হবে খুদে ডাক্তার কর্তৃক শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যক্রম। এ কার্যক্রম আগামী ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের এক পত্রে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য গঠিত খুদে ডাক্তার দল তাদের জন্য নির্ধারিত শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর ওজন, উচ্চতা ও দৃষ্টিশক্তি পরিমাপসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করে তা স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফর্মে লিপিবদ্ধ করবে। স্বাস্থ্য পরীক্ষায় কোনো শিক্ষার্থীর অস্বাভাবিক শারীরিক বৃদ্ধি কিংবা দৃষ্টিশক্তির ত্রুটি পাওয়া গেলে খুদে ডাক্তার দল তা গাইড শিক্ষকের নজরে নিয়ে আসবে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর নির্দিষ্ট ফর্মে স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হবে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও প্রধান শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তত্ত্বাবধান করবেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে খুদে ডাক্তার গঠন এবং তাদের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরীক্ষা একটি অভিনব কার্যক্রম, যা শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতন করার পাশাপাশি সুশৃঙ্খলভাবে জীবন গড়তে অনুপ্রাণিত করবে বলে পত্রে আরো জানানো হয়।

#

মামুন/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রবি/কলি/মানসুরা/২০২৪/১৪১৫

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২০০

**ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক ‘মুজিবনগর দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ ১৭ই এপ্রিল ঐতিহাসিক ‘মুজিবনগর দিবস’, বাঙালি জাতির পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্তির ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা-শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, শহিদ তাজউদ্দীন আহমেদ, শহিদ মোহাম্মদ মনসুর আলী এবং শহিদ আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামান-কে। শ্রদ্ধা জানাই মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ অকুতোভয় বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি এবং ২ লাখ সম্ভ্রমহারা নির্যাতিত মা-বোনদের প্রতি।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফলে আওয়ামী লীগ জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদে সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ যথাক্রমে ১৬৭টি এবং ২৯৮টি আসনে জয়লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের নির্বচিত সকল সংসদ সদস্য রেসকোর্স ময়দানে ৬-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের শপথ গ্রহণ করেন। ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’–সংগীত দিয়ে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এসময় আমার দেশ তোমার দেশ, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ’ শ্লোগান দেন। তিনি ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে দীর্ঘ ২৩ বছরের শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রদান করেন। তাঁর নির্দেশনাবলী সারা পূর্ব বাংলায় অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়। তখন থেকেই সকল প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম তাঁর নির্দেশিত পথেই পরিচালিত হতে থাকে। ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা ‘অপারেশন সার্চ লাইট’ এর নামে ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালিদের নির্বিচারে হত্যা শুরু করে। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে জাতির পিতা শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণাবার্তা লিখে যান, যা ইপিআর ওয়্যারলেস, টেলিগ্রাম এবং টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এর অব্যবহিত পরেই পাকিস্তানি সামরিক জান্তা শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে।

১০ এপ্রিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি গণপরিষদ গঠনপূর্বক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কর্তৃক ইতোপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতার প্রতি দৃঢ় সমর্থন ও অনুমোদনের মধ্য দিয়ে মুজিবনগর সরকার একটি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করে। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে শতাধিক দেশি-বিদেশি সাংবাদিকের উপস্থিতিতে এক অনাড়াম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে। পাশাপাশি এদিন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুমোদিত হয়। মেহেরপুর হয়ে উঠে অস্থায়ী সরকারের রাজধানী এবং সেদিন থেকে এ স্থানটি ‘মুজিবনগর’ নামে পরিচিতি লাভ করে। মুজিবনগর সরকারের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার দু’ঘন্টার মধ্যেই পাকিস্তান বিমান বাহিনী বোমাবর্ষণ ও আক্রমণ চালিয়ে মেহেরপুর দখল করে। ফলে, বাংলাদেশের সরকার ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় এবং সেখান থেকে দাপ্তরিক কার্যক্রম চালাতে থাকে। পাকিস্তানি জান্তা সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নারকীয় তাণ্ডবলীলা ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

স্বাধীনতার সাড়ে ৩ বছরের মাথায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। এরপর ৩ নভেম্বর জেলখানায় মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চারনেতাকেও নৃশংসভাবে হত্যা করে। সেই থেকে দীর্ঘ ২১ বছর বাংলাদেশে গণতন্ত্র ছিল না। ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর আমরা জাতির পিতাসহ জাতীয় চারনেতা হত্যার বিচার করেছি। পরবর্তিতে ২০০৯ সালে পুনরায় সরকার গঠনের পর ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবতাবিরোধী অপরাধী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেছি। সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পথ বন্ধ করেছি। গত সাড়ে পনের বছরে আমরা উন্নয়নের সকল সূচকে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছি। আমরা দারিদ্র্যের হার ১৮ দশমিক ৭ শতাংশের নীচে নামিয়ে এনেছি। আমরা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে ‘জিরো টলারেন্স নীতি’ গ্রহণ করেছি। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করেছি। এবারে আমাদের লক্ষ্য ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ প্রতিষ্ঠা করা। ২০৩০ সালের মধ্যে ‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট’ অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি। আমরা বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ প্রণয়ন করেছি এবং এর বাস্তবায়ন করছি।

মুজিবনগর দিবসে আমার আহ্বান-সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে হলেও ত্রিশ লাখ শহিদ ও দু’লাখ নির্যাতিত মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখতে হবে। জাতির পিতা যে অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ ‘সোনার বাংলাদেশ’ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সকল দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে ঐক্যবদ্ধভাবে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে কার্যকরি ভূমিকা রাখতে হবে। ইনশাল্লাহ, আগামীর বাংলাদেশ হবে-স্মার্ট জনগোষ্ঠী, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সমাজ এবং স্মার্ট সরকার ব্যবস্থার সমন্বয়ে একটি ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’।

আমি ‘মুজিবনগর দিবস’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

সরওয়ার/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রবি/কলি/আসমা/২০২৪/১১০০ ঘন্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৯৯

**ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক ‘মুজিবনগর দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ ১৭ এপ্রিল, ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস। দিবসটি উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসী ও প্রবাসে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশিকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ১৭ এপ্রিল এক স্মরণীয় দিন। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে ও গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলার রূপকার, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামান-কে, যাঁদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মুজিবনগর সরকার পরিচালনার মাধ্যমে নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় আমাদের মহান স্বাধীনতা। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী ত্রিশ লাখ বীর মুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গনা, শহিদ বুদ্ধিজীবী এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও সমর্থনকারী সকল স্তরের জনগণ ও বিদেশি বন্ধুদেরকে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে পাকিস্তানি শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রামের যে পথ চলা শুরু হয়, ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠনের মাধ্যমে তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল তদানীন্তন মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। মুজিবনগর সরকার গঠনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১৯৭০ এর নির্বাচনে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে একটি সাংবিধানিক সরকার আত্মপ্রকাশ করে। মুজিবনগর সরকার গঠনের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামরত বাঙালিদের প্রতি বিশ্ববাসীর সমর্থন ও সহযোগিতার পথ প্রসারিত হয়। জনমত সৃষ্টি, শরণার্থীদের ব্যবস্থাপনা ও যুদ্ধের রণকৌশল নির্ধারণে মুজিবনগর সরকার যে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছে তা বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অনন্য গৌরবগাঁথার স্বাক্ষর হয়ে থাকবে।

অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের মহান স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু সবসময় রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি একটি সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্লোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে অবস্থান নিয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ আজ বিশ্ববাসীর কাছে রোল মডেল। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনসহ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মাসেতুসহ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কর্ণফুলী টানেলসহ মেগাপ্রকল্পগুলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখছে। আমি মুজিবনগর দিবসে দেশবাসীকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত উন্নত-সমৃদ্ধ ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গঠনে নিজ নিজ অবস্থান থেকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাচ্ছি।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারবে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের কল্যাণে কাজ করবে- এই প্রত্যাশা রইলো।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রবি/কলি/আসমা/২০২৪/১১০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ